সাধারণকাল

পঞ্চাশত্তমী মহাপর্বের পরবর্তী রবিবার

পরমারাধ্য ঐশত্রিত্ব

প্রথম পাঠ - ১ করি ২:১-১৬

ঈশ্বরের ইচ্ছা : এক মহা রহস্য

ভাই, আমি যখন তোমাদের কাছে এসেছিলাম, তখন এসে ভাষা বা প্রজ্ঞার উৎকৃষ্টতা অনুসারেই যে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের রহস্য জানিয়েছি, তা নয়; কেননা আমি মনে স্থির করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে আমি যীশুখ্রীষ্টকে ছাড়া, ক্রুশবিদ্ধই যীশুখ্রীষ্টকে ছাড়া আর অন্য কিছু চিনব না। আমি দুর্বলতায়, ভয়ে ও কম্পিত অন্তরেই তোমাদের কাছে এসেছিলাম, আর আমার বাণী ও আমার প্রচার প্রজ্ঞার চিত্তগ্রাহী ভাষার উপর নির্ভর করছিল না, বরং আত্মাকে ও তাঁর পরাক্রম প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য, যেন তোমাদের বিশ্বাস মানবীয় প্রজ্ঞার উপরে নয়, ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরেই নির্ভর করে।

আমরা সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে প্রজ্ঞার কথা বলছি বটে, তবু সেই প্রজ্ঞা এই যুগের নয়, এই যুগের শাসনকর্তাদেরও নয়: এরা তো নস্যাৎ হয়ে পড়ছে। কিন্তু আমরা এমন ঐশ্বরিক ও রহস্যময় প্রজ্ঞারই কথা বলছি যা গুপ্ত ছিল, যা ঈশ্বর আমাদের গৌরবের জন্য অনাদিকাল থেকেই নিরূপণ করেছিলেন। এ যুগের শাসনকর্তাদের মধ্যে কেউই তার কথা জানত না, কেননা যদি জানত, তবে গৌরবের প্রভুকে ক্রুশে দিত না। কিন্তু যেমন লেখা আছে, *কোন চোখ যা যা দেখেনি, কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে যা যা কখনও প্রবেশ করেনি, যারা তাঁকে ভালবাসে, ঈশ্বর তাদেরই জন্য এসব কিছু প্রস্তুত করেছেন।* আমাদের কাছে কিন্তু ঈশ্বর আত্মা দ্বারাই সেই সবকিছু প্রকাশ করেছেন, কারণ আত্মা সবই তলিয়ে দেখেন, ঈশ্বরের গভীর সমস্ত বিষয়ও তলিয়ে দেখেন। বস্তুত, মানুষের অন্তরে যে মানবাত্মা বিদ্যমান, সেই মানবাত্মা ছাড়া কেইবা মানুষের অন্তরের কথা জানে? তেমনি ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বরের অন্তরের কথা জানে না। আর আমরা তো এজগতের আত্মা পাইনি, ঈশ্বরের আপন আত্মাকেই পেয়েছি, ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আমাদের যা যা দান করেছেন, তা যেন জানতে পারি। এই সকল বিষয়ে আমরা তো মানবীয় প্রজ্ঞার শেখানো ভাষায় নয়, আত্মার শেখানো ভাষাতেই কথা বলি: আত্মিক বিষয়ের জন্য আত্মিক ভাষাই ব্যবহার করি। অপরদিকে প্রাকৃতিক মানুষ ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি সাদরে গ্রহণ করে নেয় না, সেই সব তার কাছে মূর্খতা; সেই সব সে বুঝতে অক্ষম, যেহেতু তা আত্মিক ভাবেই বিচার্য। কিন্তু আত্মিক মানুষ সেই সমস্ত বিষয়ের বিচার-বিবেচনা করতে সক্ষম, আর সে অন্য কারও বিচারাধীন নয়। *কেননা কেইবা প্রভুর মন জেনেছে যেন তাঁকে নির্দেশ দিতে পারে?* কিন্তু আমরাই তারা, খ্রীষ্টের মন যাদের আছে!

শ্লোক এফে ১:১৭,১৮; ১ করি ২:১২ দ্রঃ

প্ আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ঈশ্বর, সেই গৌরবের পিতা, তাঁকে গভীরতর ভাবে জানার জন্য তোমাদের প্রজ্ঞা ও ঐশরহস্য-উপলব্ধির আত্মা দান করুন। তিনি তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি আলোকিত করে তুলুন
উ যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার তাঁর আহ্বানের প্রত্যাশা কী, পবিত্রজনদের মাঝে তাঁর উত্তরাধিকারের গৌরব-ঐশ্বর্য কী।
প্ তোমরা তো এজগতের আত্মাকে পাওনি, ঈশ্বরের আপন আত্মাকেই পেয়েছ,
উ যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার তাঁর আহ্বানের প্রত্যাশা কী, পবিত্রজনদের মাঝে তাঁর উত্তরাধিকারের গৌরব-ঐশ্বর্য কী।

(বিজোড় বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আথানাসিউসের পত্রাবলি সেরাপিওনের কাছে ১ম পত্র, ২৮-৩০

ত্রিত্বের আলো, বিভা ও অনুগ্রহ

স্বয়ং প্রভু যা সম্প্রদান করেছেন, প্রেরিতদূতেরা যা প্রচার করেছেন ও পিতৃগণ যা রক্ষা করেছেন, কাথলিক মণ্ডলীর সেই প্রাচীন পরম্পরা, সেই ধর্মশিক্ষা ও বিশ্বাসের অনুসন্ধান করা মোটেই বৃথা কাজ নয়; কেননা সেই পরম্পরাগত ধর্মশিক্ষাতেই মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছিল, ও যে কেউ তা থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, সে কোন মতেই খ্রীষ্টান হতে পারবে না, খ্রীষ্টান বলেও অভিহিত হতে পারবে না।

অতএব, সে-ই পবিত্র ও সিদ্ধ ত্রিত্ব, যাঁ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় স্বীকৃত, যাঁর মধ্যে ভিন্নপ্রকার ও বাইরে থেকে আগত কিছু নেই, যাঁ স্রষ্টা ও সৃষ্টির সংযোগের ফলও নন, কিন্তু সৃষ্টিশক্তি ও নির্মাণশক্তিই যাঁর সার, ও স্বরূপে যাঁ নিজেরই সমান ও একক, ও যাঁর কর্মশক্তিও এক। বাস্তবিকই পিতা পবিত্র আত্মায় পুত্রের দ্বারা সমস্ত কিছু সাধন করেন, আর এভাবে পবিত্র ত্রিত্বের ঐক্য সংরক্ষিত। এজন্য মণ্ডলীতে একেশ্বরই প্রচারিত, *যিনি সকলের উর্ধ্বে, সকলের দ্বারা [সক্রিয়], ও সকলের অন্তরে [বিদ্যমান]।* পিতা যিনি, আদিকারণ ও উৎস হিসাবে তিনি 'সকলের উর্ধ্বে'; তিনি আবার 'সকলের কাছে', কেননা পুত্রের মধ্য দিয়েই তিনি সকলের কাছে ক্রিয়াশীল; তিনি আবার 'সকলের অন্তরে'ও, কারণ পবিত্র আত্মায় তিনি সকলের অন্তরে উপস্থিত।

করিন্থীয়দের কাছে পত্রে আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো সম্বন্ধে কথা বলে পল সমস্ত কিছু অনন্য পিতা ঈশ্বরের কাছে পুনর্মিলিত করেন; তাঁর কথা এ, *বহুবিধ অনুগ্রহদান আছে, আত্মা কিন্তু এক; বহুবিধ সেবাকাজ আছে, প্রভু কিন্তু এক; বহুবিধ কর্মক্রিয়া আছে, কিন্তু সকলের মধ্যে যিনি সেই সবকিছু সাধন করে থাকেন, সেই ঈশ্বর এক।* কেননা আত্মা এক একজনকে যা যা বিতরণ করেন, তা পিতা দ্বারা পুত্রের মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়, কারণ যা কিছু পিতার, তা পুত্রেরও সম্পদ, ফলত আত্মায় পুত্রের মধ্য দিয়ে যা যা দেওয়া হয়, তা প্রকৃতপক্ষে পিতারই দান। একই প্রকারে, আত্মা যখন আমাদের অন্তরে রয়েছেন, তখন যাঁর কাছ থেকে আত্মাকে পেয়েছি, সেই বাণীও আমাদের অন্তরে রয়েছেন, এবং বাণীর মধ্যে পিতাও রয়েছেন, তাতে এ বচনটি সিদ্ধিলাভ করে: *আমি এবং পিতা আসব, ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান।* কেননা যেখানে আলো রয়েছে, সেখানে তার বিভাও রয়েছে; আর যেখানে আলোর বিভা রয়েছে, সেখানে তার কর্মশক্তি ও তার উজ্জ্বল অনুগ্রহও রয়েছে।

করিন্থীয়দের কাছে দ্বিতীয় পত্রে পল এবিষয়ে চেতনা দিয়ে বলেন, *প্রভু যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ, ঈশ্বরের ভালবাসা, ও পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক।* কেননা অনুগ্রহ হল সেই দান যা ত্রিত্বেই দেওয়া হয়—পিতা দ্বারা পুত্রের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মায় দেওয়া হয়। কেননা যেমন অনুগ্রহ পিতা দ্বারা পুত্রের মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়, তেমনি আমাদের অন্তরে দানের সহভাগিতা হতে পারে না, যদি তা পবিত্র আত্মাতেই সাধিত না হয়। তবে পবিত্র আত্মার অংশী হয়ে উঠে আমরা পিতার ভালবাসা, ও পুত্রের অনুগ্রহ ও স্বয়ং আত্মার সহভাগিতা লাভ করি।

শ্লোক দা ৩:৫৬ দ্রঃ

প্র এসো, পবিত্র আত্মায় পুত্রের দ্বারা পিতাকে পূজা করি:
উ তোমারই প্রশংসা, তোমারই গৌরব চিরকাল!
প্র ধন্য তুমি, ঈশ্বর, আকাশমণ্ডলের গগনতলে:
উ তোমারই প্রশংসা, তোমারই গৌরব চিরকাল!

বিকল্প (জোড় বর্ষ)

দ্বিতীয় পাঠ - নাজিয়াঞ্জুসের সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'ঐশতাত্ত্বিক পদ্য রচনা' ১:২,৩

ত্রিবিধ আলোর প্রশংসা

ভক্তদের কাছে সেই ঈশ্বরের কথা যখন বলি
যাঁকে স্বর্গবাসীরাও উচিত সম্মানে সম্মান করতে অক্ষম,

আমরা তখন ক্ষুদ্র নৌকায় সাগর পার হচ্ছি—তা জানি,
হ্যাঁ, তারকা-খচিত আকাশের দিকে দুর্বল পাখায়ই ভর করে উড়ছি।

তুমি কিন্তু, ঈশ্বরের আত্মা, তুমি যে সত্যের তীব্র শিঙা,
আমার মনকে, আমার জিহ্বাকে প্রেরণা দাও,
সকলে যেন মাধুর্য-ভরা হৃদয় দিয়ে
ঈশ্বরের পরিপূর্ণতায় আনন্দ পেতে পারে।

ঈশ্বর এক, আদিও নেই, অন্তও নেই তাঁর,
আদিকালীন ভাবীকালীন কোন বস্তুতেই তিনি আবদ্ধ নন,
কাল-কালান্তর আলিঙ্গন করেন
এমন অসীম তিনি:

সেই মহান ও পবিত্রতম একমাত্র পুত্রের
যিনি মহান পিতা, যিনি নিখুঁত আত্মাস্বরূপ,
তিনি সেই পুত্রে এমন যন্ত্রণা ভোগ করলেন না,
মাংসে পুত্র যা বরণ করলেন।

ঐশবাণী অনন্য ঈশ্বর,
ব্যক্তিত্বেই পৃথক, ঈশ্বরত্বে নন;
তিনি পিতার জীবন্ত চিহ্ন,
অনাদিকালীন জনকের একমাত্র পুত্র:

একেশ্বর থেকে জাত একেশ্বর,
সর্বদিকে তাঁরই সমকক্ষ,
তাতে পিতা হয়ে থাকলেও পূর্ণরূপে জনক,
পুত্রও বিশ্বের নির্মাতা ও তার নিয়ন্তা—পিতার সুবুদ্ধি ও পরাক্রম।

প্রথমে, এসো, পুত্রেরই করি গুণকীর্তন,
বিশ্বপাপের প্রায়শ্চিত্তবলিকে, এসো, করি প্রণাম।
চিকিৎসক রূপে আমার কলুষিত ক্ষতের উপর আনত হয়ে
ঈশ্বরত্ব অক্ষুণ্ন রেখেই তিনি করলেন আমার পরিত্রাণ।

তিনি হলেন মরণশীল—তবু ঈশ্বর,
দাউদের সন্তান বটে কিন্তু আদমের নির্মাতা;
মানবদেহে ছিলেন পরিবৃত,
কিন্তু পাপী মাংসের কলুষ থেকে মুক্ত।

কুমারী মাতার সন্তান যে খ্রীষ্ট
হলেন সেই গর্ভে সীমাবদ্ধ, তবুও ছিলেন অসীম।
বলি হলেন, মহাযাজকও বটে,
যাজক ছিলেন, পরমেশ্বরও কিন্তু।

পিতার কাছে নিজ রক্ত ক'রে নিবেদন
তিনি বিশ্বকে করলেন শুদ্ধ,
হ্যাঁ, ক্রুশ তাঁকে উচ্চ করল,
পেরেক কিন্তু বিদ্ধ করল পাপ।

মৃতদের মধ্যে গিয়েও তিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করলেন,
ও নিদ্রাগতদের দিলেন নবীন জীবনের ডাক :
তাদের ছিল মানুষের দীনতা,
আত্মার ঐশ্বর্যই ছিল তাঁর অধিকার।

তাঁর দেহধারণ কি ঈশ্বরের যোগ্য নয়?
অনেকে তাই বলে, এমনকি ঈশ্বরনিন্দাও তা বলে ;
তুমি কিন্তু মানবাকারে তাঁর ঈশ্বরত্বকে প্রণাম কর
তোমার প্রেমেই যিনি হলেন মরণশীল।

প্রাণ আমার, আর দেরি কেন?
পরমাত্মা যিনি, তাঁরও কর স্তুতিগান!
স্বরূপ যাঁদের করল না ভিন্ন,
তোমার বাক্য তাঁদের যেন না করে বিচ্ছিন্ন।

আত্মাকে, এসো, ঈশ্বররূপে সকম্পে পূজা করি,
তাঁরই দ্বারা ঈশ্বরজ্ঞানে হলাম উন্নীত ;
তিনি ঈশ্বর, একথা, এসো, করি স্বীকার :
করি স্বীকার, তিনি আমাদেরও করবেন ঈশ্বর!

তিনি সর্বশক্তিমান, নানা দানের বিতরণকারী,
পুণ্যজনদের হৃদয়ে জাগান বন্দনার প্রেরণা,
স্বর্গবাসী মর্তপ্রাণী সবার জীবনদাতা,
ঊর্ধ্বলোকেই তাঁর রাজাসন।

যিনি পিতার শক্তি, তিনি কার্ অধীন বা হতে পারেন?
তিনি পুত্রও নন—অনন্যই যীশু যিনি পিতার প্রীতিভাজন ;
তিনি অবিচ্ছেদ্য ঈশ্বরত্বের বাইরে নন,
পিতা ও পুত্রের সঙ্গে তাঁরও সমমর্যাদার অধিকার।

হে অসৃষ্ট ত্রিত্ব, কালের গন্ডির বাইরে হে ত্রিত্ব,
হে পুণ্য স্বাধীন সম্মাননীয় অনন্য ত্রিত্ব :
হে একমাত্র ঈশ্বরত্ব যিনি বিশ্বের ত্রিবিধ আলোর বিভা!
প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম!

দীক্ষাস্নানে ত্রিব্যক্তি দ্বারাই আমি নবজন্ম লাভ করি :
মৃত্যুকে বিনাশ ক'রে নবজীবনে পুনরুত্থিত হয়ে আলোয় এগিয়ে চলি।
ঈশ্বর আমাকে সম্পূর্ণই বিশুদ্ধ করলেন,
তাই আমি তাঁর সম্পূর্ণ ত্রিত্বেই তাঁকে পূজা করব।

শ্লোক

℣ ঐক্যে ত্রিত্ব, ত্রিত্বে ঐক্যেরই সম্মান, পরাক্রম ও রাজ-অধিকার
℟ যুগে যুগান্তরে।
℣ ঈশ্বর, আমাদেরই ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করুন
℟ যুগে যুগান্তরে।

খ্রীষ্টের দেহরক্ত

প্রথম পাঠ - যাত্রা ২৪:১-১১

তাঁরা পরমেশ্বরকে দেখলেন,
তথাপি খাওয়া-দাওয়া করতে পারলেন

একদিন প্রভু মোশীকে বললেন, 'তুমি ও আরোন, নাদাব ও আবিহু এবং ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গের মধ্য থেকে সত্তরজন, তোমরা মিলে প্রভুর কাছে উঠে এসো, আর দূরে থেকে প্রণিপাত কর। কেবল মোশীই প্রভুর কাছে এগিয়ে আসবে; ওরা কাছে এগিয়ে আসবে না, জনগণও তার সঙ্গে আরোহণ করবে না।'

মোশী গিয়ে জনগণের কাছে প্রভুর সমস্ত বাণী ও সমস্ত বিধিনিয়ম জানিয়ে দিলেন; সমস্ত লোক একসুরে উত্তরে বলল, 'প্রভু যা কিছু বলেছেন, আমরা তা সবই পালন করব।' তাই মোশী প্রভুর সমস্ত বাণী লিখে রাখলেন, এবং খুব সকালে উঠে পর্বতের পাদদেশে একটি যজ্ঞবেদি ও ইস্রায়েলের বারোটি গোষ্ঠী অনুসারে বারোটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করলেন। তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের কয়েকজন যুবককে নির্দেশ দিলেন, যেন তারা প্রভুর উদ্দেশে আহুতির ও মিলন-যজ্ঞের বলিরূপে বৃষ উৎসর্গ করে। মোশী সেগুলোর অর্ধেকটা রক্ত নিয়ে কয়েকটা পাত্রে রাখলেন, বাকি অর্ধেক রক্ত বেদির উপরে ছিটিয়ে দিলেন। পরে সন্ধির পুস্তকটি নিয়ে জনগণের সামনে পাঠ করে শোনালেন; তারা বলল, 'প্রভু যা কিছু বলেছেন, আমরা তা সবই পালন করব, সবই মেনে চলব।' তখন মোশী সেই রক্ত নিয়ে জনগণের উপরে এই বলে তা ছিটিয়ে দিলেন, 'দেখ, এ সেই সন্ধির রক্ত, যা প্রভু তোমাদের সঙ্গে এই সকল বাণীর ভিত্তিতে সম্পাদন করেছেন।'

পরে মোশী ও আরোন, নাদাব ও আবিহু, এবং ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গের মধ্য থেকে সত্তরজন আরোহণ করলেন। তাঁরা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরকে দেখলেন: তাঁর পদতলের স্থান নীলকান্তমণিতে তৈরী এমন শিলাস্তরের কাজের মত, যার শুচিশুভ্রতা আকাশেরই মত। তিনি কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানদের এই প্রধানদের বিরুদ্ধে হাত বাড়ালেন না; না, তাঁরা পরমেশ্বরকে দেখলেন, তথাপি খাওয়া-দাওয়া করতে পারলেন।

শ্লোক যোহন ৬:৪৮-৫০,৫১

℟ আমিই সেই জীবন-রুটি। তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিলেন, তবুও তাঁরা মারা গেছেন।
℣ এটিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে, যেন মানুষ তা খেতে পারে আর মরে না যায়।
℟ আমিই সেই জীবনময় রুটি: যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে।
℣ এটিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে, যেন মানুষ তা খেতে পারে আর মরে না যায়।

(বিজোড় বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - আকুইনোর সাধু টমাসের রচনাবলি ক্ষুদ্র পুস্তক ৫৭:১-৪

আহা, অমূল্য ও অপরূপ অন্নভোজ!

ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র আমাদের তাঁর আপন ঈশ্বরত্বের সহভাগী করতে ইচ্ছা ক'রে আমাদের স্বরূপ ধারণ করলেন যাতে নিজেই মানুষ হয়ে মানুষকে ঈশ্বর করতে পারেন।

মানবীয় যা কিছু তিনি ধারণ করলেন, তা সবই আমাদের পরিত্রাণের জন্য উপযোগী করলেন; বাস্তবিকই আমাদের পুনর্মিলনের উদ্দেশ্যে তিনি নিজ দেহ ক্রুশবেদিতে বলিরূপে পিতা ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করলেন; তিনি মুক্তিমূল্য ও প্রক্ষালন স্বরূপে নিজ রক্তই পাত করলেন, যাতে হীনতম দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আমরা সকল পাপ থেকে ধৌত হই।

কিন্তু তেমন মহান উপকারের স্মৃতি যেন আমাদের মধ্যে থাকে, তিনি বিশ্বাসীদের কাছে নিজ দেহ খাদ্যরূপে ও নিজ রক্ত পানীয়রূপে রেখে গেলেন তারা যেন রুটি ও আঙুররসের আকারে তা গ্রহণ করে।

আহা, অমূল্য ও অপরূপ অন্নভোজ! আহা, পরিত্রাণদায়ী ও সমস্ত মাধুর্যে পরিপূর্ণ অন্নভোজ! এ অন্নভোজ ছাড়া অধিক মূল্যবান কী আছে? আগেকার বিধানের মত এ অন্নভোজে বৃষ ও ছাগের মাংস দেওয়া হয় না, কিন্তু

প্রকৃত ঈশ্বর যিনি, সেই খ্রীষ্টই খাদ্যরূপে আমাদের সামনে উপনীত। এ সাক্রামেন্তের তুলনায় উৎকৃষ্টতম কী আছে?

সত্যি, এ সাক্রামেন্তের চেয়ে পরিত্রাণদায়ী কোন সাক্রামেন্ত নেই, কেননা এ সাক্রামেন্ত দ্বারাই পাপ শোধন করা হয়, সদ্‌গুণ বৃদ্ধি পায়, ও অন্তর সকল আত্মিক অনুগ্রহদানের প্রাচুর্যে পরিতৃপ্তি লাভ করে।

এ সাক্রামেন্ত মণ্ডলীতে জীবিত ও মৃতদের কল্যাণার্থে উৎসর্গীকৃত হয়, যাতে সকলেরই উপকার হয়—যেহেতু সাক্রামেন্তটি সকলের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

তাছাড়া এ সাক্রামেন্তের মাধুর্য কেউই বর্ণনা করতে পারে না: তার মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃত উৎস থেকেই আত্মিক মাধুর্য আস্বাদ করে; এবং খ্রীষ্ট নিজ যন্ত্রণাভোগে যে শ্রেষ্ঠতম ভালবাসা দেখিয়েছেন, এ সাক্রামেন্তেই তার স্মৃতি পালিত।

অন্তিম ভোজে শিষ্যদের সঙ্গে পাস্কা উদ্‌যাপন ক'রে খ্রীষ্ট যখন এ জগৎ থেকে পিতার কাছে চলে যেতে উদ্যত হচ্ছিলেন, তখনই এ সাক্রামেন্ত প্রতিষ্ঠা করলেন: এ সাক্রামেন্ত তাঁর যন্ত্রণাভোগের চিরন্তন স্মৃতি, প্রাচীন যত প্রতীকের পূর্ণতা, তাঁর নিজের অপরূপ কাজগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, মানুষের প্রতি তাঁর অসীম ভালবাসার সর্বোচ্চ প্রমাণ।

শ্লোক

প্র এ রুটিতে সেই দেহ স্বীকার কর যা ক্রুশে ঝুলেছে; এ পাত্রে সেই রক্ত স্বীকার কর যা তাঁর পাশ থেকে নির্গত হয়েছে। তাই খ্রীষ্টের দেহ নিয়ে খাও; খ্রীষ্টের রক্ত নিয়ে পান কর।

উ এখন আমরা খ্রীষ্টের অঙ্গ হয়ে উঠেছি।

প্র পাছে বিক্ষিপ্ত হও, তোমাদের মিলন-বন্ধন খাও; পাছে নিরাশ হও, তোমাদের মুক্তিমূল্য পান কর।

উ এখন আমরা খ্রীষ্টের অঙ্গ হয়ে উঠেছি।

***বিকল্প* (জোড় বর্ষ)**

দ্বিতীয় পাঠ - আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের উপদেশাবলি বিবিধ, উপদেশ ১০

ঐশদানগুলি আমাদের সামনে উপনীত,
রহস্যময় অন্নভোজ আমাদের সামনে আয়োজিত

ধর্মপ্রাণ ও প্রকৃত জীবনের আকাঙ্ক্ষী মানুষের পক্ষে ঈশ্বরকে চিরকালের মত ভোগ করা ও তাঁর চিন্তায় ধ্যানমগ্ন হয়ে আরাম পাওয়ার চেয়ে আনন্দময় ও মধুর কী থাকতে পারে? কেননা যারা খাদ্য-পানীয় গ্রহণে নিজেদের পরিতৃপ্ত করে, তারা যখন নিজেদের ভাস্যমান ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিয়েই দেহ সতেজ ও সুস্থ রাখে, তখন যারা আত্মার চিন্তায় ব্যস্ত থাকে ও দিব্য প্রচারের শান্ত জলের ধারে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে, কতই না মহত্তর কারণে তারা—নবীর কথা অনুসারে—রত্নস্বর্ণ-খচিত বসনে পরিবৃত হয়ে উজ্জ্বল হবে!

সুতরাং, আধ্যাত্মিক অন্বেষায় আমরা যখন জীবনদায়ী রহস্যগুলির গভীরতায় এসে পৌঁছি, ও প্রভু দ্বারা আমাদের কাছে অমরত্বের পাথেয়রূপে প্রত্যাশার অতীত দানগুলি অর্পণ করা হয়, তখন এসো, তেমন রহস্যগুলির মাধুর্য ব্যগ্রতার সঙ্গে অনুসরণ করি, ও স্বর্গীয় আহ্বানের সহভাগী হয়ে বিবাহ-বস্ত্রেই যেন অকপট বিশ্বাসে পরিবৃত হয়ে ইতস্তত না করেই রহস্যময় অন্নভোজের দিকে তৎপর হয়ে ছুটে চলি। স্বয়ং খ্রীষ্টই আজ এ অন্নভোজে আমাদের গ্রহণ করছেন, স্বয়ং খ্রীষ্টই আজ আমাদের সেবা করছেন—যিনি মানুষকে ভালবাসেন, সেই খ্রীষ্টই পরিতৃপ্ত করে তোলেন।

যা বলা হয়, তা ভয়ঙ্কর; যা সাধিত হয়, তা ভয়ঙ্কর—তিনি পুষ্ট বৃষের মত নিহত হন; বিশ্বপাপহর ঈশ্বরের মেষশাবক বলীকৃত হন। পিতা প্রীত: পুত্র স্বেচ্ছায় উৎসর্গীকৃত, আজ ঈশ্বরের শত্রুদের দ্বারা নয়, কিন্তু নিজেই নিজেকে উৎসর্গ করছেন, যাতে দেখাতে পারেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় ক্রুশমৃত্যু বরণ করছেন। তুমি কি চাও, আমি তোমাকে দেখাব কেমন করে এই মেষশাবকের চিহ্নে এ সমস্ত কিছু উত্তমরূপে ব্যক্ত?

তুমি সামান্য উপদেশের দিকে বা আমাদের ক্ষুদ্রতার দিকে তাকিয়ো না, যাঁরা পূর্বকালে এ সমস্ত কথা প্রচার করেছিলেন, তাঁদেরই কণ্ঠ ও তাঁদেরই অধিকারের দিকে তাকাও। সেই সকল পূর্বপ্রচারকদের মর্যাদা লক্ষ করেছ? তবে দেখ, বিবেচনা করেই দেখ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর কেমন শক্তি! তিনি বলেছিলেন: *প্রজ্ঞা তার নিজের গৃহ নির্মাণ করল, তার সাতটা স্তম্ভ খোদাই করল; পশু মারল, আঙুররস মিশিয়ে দিল, এবং সাজাল মেজ। এসো তোমরা, আমার রুটি খাও, পান কর সেই আঙুররস যা আমি মিশিয়ে দিলাম।* হে প্রিয়জন, একথা আমাদের উল্লিখিত বিষয়গুলোর প্রতীক। এ ঐশ্বর্যপূর্ণ ভোজ ও এ নানা খাদ্য তোমারই জন্য। ঐশ্বর্যের প্রণেতা উপস্থিত, ঐশদানগুলো আয়োজিত, রহস্যময় মেজ সাজানো, জীবনদায়ী পানপাত্র মিশ্রিত। গৌরবের রাজাই আহ্বান জানাচ্ছেন, ঈশ্বরের পুত্রই নিমন্ত্রিতদের বরণ করছেন, মানুষ হওয়া বাণীই আমন্ত্রণ করছেন, যিনি নিজের জন্য এমন মন্দির নির্মাণ করলেন যা মানুষের হাতে তৈরী নয়, তিনি হলেন পিতা ঈশ্বরের সেই স্বয়ংঅস্তিত্বশীল প্রজ্ঞা যিনি নিজ দেহ রুটিরূপে বিতরণ করেন ও নিজ জীবনদায়ী রক্ত আঙুররসরূপে ঢেলে দেন।

আহা, কী ভয়ঙ্কর রহস্য! আহা, ঐশচিন্তার কী অনির্বচনীয় পরিকল্পনা! আহা, কী দুর্জ্ঞেয় মঙ্গলভাব! নির্মাতা নির্মিত বস্তুর কাছে নিজেকে পাথেয়রূপে অর্পণ করছেন, আর স্বয়ং জীবন মরণশীলদের কাছে নিজেকে খাদ্য ও পানীয় রূপে দান করছেন। তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন: এসো, আমার দেহ খাও, পান কর সেই আঙুররস যা আমি মিশিয়ে দিলাম। আমি তো নিজেকেই খাদ্যরূপে প্রস্তুত করলাম, আকাঙ্ক্ষীদের জন্য নিজেকেই পানীয়রূপে প্রস্তুত করলাম। আমি স্বেচ্ছায়ই মাংস হলাম, কারণ নিজেই জীবন; তাছাড়া আমি দেহ ও রক্তের সহভাগী হতে ইচ্ছা করলাম যাতে তোমার পরিত্রাণ সাধন করতে পারি, কারণ আমি বাণী, আমি পিতার সেই মুদ্রাঙ্কন যা মানুষ হয়েছে: *আস্বাদন কর, দেখ প্রভু কত মঙ্গলময়।*

শ্লোক যাত্রা ১৬:১২,১৫; যোহন ৬:৩২

প্র তোমরা মাংস খাবে; তৃপ্তি সহকারে রুটি খাবে:
উ এ সেই রুটি, যা প্রভু তোমাদের খাবার জন্য দিয়েছেন।
প্র মোশীই যে স্বর্গ থেকে রুটি তোমাদের দান করেছেন তা নয়, আমার পিতাই স্বর্গ থেকে সত্যকার রুটি তোমাদের দান করছেন:
উ এ সেই রুটি, যা প্রভু তোমাদের খাবার জন্য দিয়েছেন।

যীশুহৃদয়

প্রথম পাঠ - রো ৮:২৮-৩৯

ঈশ্বরের ভালবাসা খ্রীষ্টে প্রকাশিত হয়েছে

আর আমরা তো জানি, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে যারা আহূত, সবকিছুই তাদের মঙ্গলের উদ্দেশে কার্যকর হয়ে ওঠে, কেননা আগে থেকে যাদের জানতেন, তাদের তিনি তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে নিরূপণও করেছিলেন, তিনি যেন বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হতে পারেন। আর আগে থেকে যাদের তিনি নিরূপণ করেছিলেন, তাদের আহ্বানও করেছেন; এবং যাদের আহ্বান করেছেন, তাদের ধর্মময় বলেও সাব্যস্ত করেছেন; এবং যাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাদের গৌরবান্বিতও করেছেন।

তবে এই সমস্ত কিছুর বিষয়ে আমরা কী বলব? ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষে? যিনি নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গে সমস্ত কিছুও আমাদের প্রদান করবেন না? ঈশ্বর যাদের বেছে নিয়েছেন, তাদের বিপক্ষে কে অভিযোগ আনবে? ঈশ্বর যখন তাদের ধর্মময় করে তোলেন, তখন কেইবা অভিযোগ উত্থাপন করবে? খ্রীষ্টযীশু তো মরলেন, এমনকি পুনরুত্থানও করলেন, তিনিই তো ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন, আবার আমাদের পক্ষে অনুরোধ রাখছেন। তাই খ্রীষ্টের তেমন ভালবাসা থেকে কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে? কোন ক্লেশ বা সঙ্কট, কিংবা নির্যাতন, ক্ষুধা বা বস্ত্রাভাব, কিংবা কোন বিপদ, কোন তলোয়ার কি তা করতে পারবে? যেমনটি লেখা আছে:

তোমার খাতিরেই আমাদের সারাদিন মৃত্যুর হাতে তোলা হচ্ছে;
আমরা বধ্য মেষেরই মত গণ্য!

কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই, কেননা আমি নিশ্চিত ভাবেই জানি যে, মৃত্যু বা জীবন, স্বর্গদূত, আধিপত্য বা শক্তিবৃন্দ, বর্তমান বা ভাবীকালের কোন-কিছু, ঊর্ধ্বের বা অতলের কোন প্রভাব, কিংবা কোন সৃষ্টবস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীষ্টযীশুতে নিহিত ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হবে না।

শ্লোক এফে ২:৫,৪,৭ দ্রঃ

প্র অপরাধের ফলে মৃত ছিলাম যে আমরা এই আমাদের ঈশ্বর খ্রীষ্টের সঙ্গে সঞ্জীবিত করে তুললেন:
উ মহা ভালবাসায়ই তিনি আমাদের ভালবাসলেন!
প্র তিনি তেমনটি করলেন যেন আগামী কালে যুগযুগ ধরেই তাঁর সেই অসীম অনুগ্রহের ঐশ্বর্য দেখাতে পারেন:
উ মহা ভালবাসায়ই তিনি আমাদের ভালবাসলেন!

(বিজোড় বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি
উপদেশ ১৫:১-২

ঈশ্বর আমাদের এতই ভালবেসেছেন যে,
আমাদের পরিত্রাণের জন্য পুত্রকেও রেহাই দেননি

আগে থেকে যাদের জানতেন, তাদের তিনি তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে নিরূপণও করেছিলেন। তুমি কি গৌরবের শীর্ষস্থান দেখতে পাচ্ছ? সেই একমাত্র পুত্র স্বরূপে যা, তারা অনুগ্রহ দ্বারা তা হয়ে ওঠে। কিন্তু তাদের 'পুত্রের অনুরূপ' বলে অভিহিত করা তাঁর পক্ষে যথেষ্ট হয়নি, তিনি তাদের জন্য আরও বাসনা করলেন, আর তা এ কথায় প্রকাশিত: *তিনি যেন বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হতে পারেন:* এ দ্বারা তিনি সব দিক দিয়েই প্রকাশ্য এক আত্মীয়তা দেখাতে চান। আমার দৃঢ় প্রত্যয়, এ সমস্ত কথা খ্রীষ্টের দেহধারণ লক্ষ করে, কেননা ঐশস্বরূপ অনুসারে তিনিই একমাত্র পুত্র।

তবে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ কেমন অপরূপ দান তিনি আমাদের দিয়েছেন? ফলে ভবিষ্যতের জন্য আর চিন্তিত হয়ো না; আমাদের প্রতি তাঁর তৎপরতা অন্যত্রও ব্যক্ত, বিশেষভাবে যখন তিনি আমাদের প্রকাশ করেন যে, এ সমস্ত বিষয় আগে থেকেই স্থির করা হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে মানুষ এক বিষয়ে পরিস্থিতি অনুসারে মত পাল্টায়, কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্কল্প যুগানুক্রমে অপরিবর্তনশীল হয়ে থাকে, ও আমাদের প্রতি তাঁর ব্যবহার সর্বদাই মমতাপূর্ণ; এজন্য তিনি আমাদের বলেন: *যাদের তিনি আহ্বান করেছেন, তাদের ধর্মময় বলেও সাব্যস্ত করেছেন:* নবজন্মের জলপ্রক্ষালনের মধ্য দিয়েই তিনি তাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন। *এবং যাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাদের গৌরবান্বিতও করেছেন:* অনুগ্রহ ও দত্তকপুত্রত্ব দানের মধ্য দিয়েই তিনি তাদের গৌরবান্বিত করেছেন। *তবে এই সমস্ত কিছুর বিষয়ে আমরা কী বলব?* প্রেরিতদূত বলতে চান, যত বিপদ ও ফাঁদ আমাদের চারদিকে পাতা হয়, আমার কাছে সে কথা উল্লেখও করো না; কেননা এমন কেউও যদি থাকত যারা ভাবী মঙ্গলদানে বিশ্বাস রাখে না, তবু পাওয়া মঙ্গলদানগুলি তথা আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা, ধর্মময়তা-দান, গৌরবদান ইত্যাদি দানগুলির কথা তারা কোন মতে সন্দেহ করতে পারত না।

আর এসব কিছু তিনি তোমাকে দান করেছেন এমন চিহ্নেরই মধ্য দিয়ে যা মনে হচ্ছিল দুঃখেরই চিহ্ন; হ্যাঁ, সেই ক্রুশ, কশাঘাত ও শেকল যা তুমি অপমানজনক মনে করছিলে, ঠিক তা-ই জগতের সুব্যবস্থা ফিরিয়ে দিয়েছে। সুতরাং, সমগ্র বিশ্বে মুক্তি ও পরিত্রাণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে যেমন তিনি নিজ যন্ত্রণাভোগ, অর্থাৎ সেই সবকিছু যা কষ্টকর বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল তাই ব্যবহার করলেন, তেমনি তোমার জন্যও তাই করছেন।

ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষে? যে ভক্তজন ঈশ্বরের বিধানের প্রতি মনোযোগ রাখে, তার বিপক্ষে মানুষ কি শয়তান কি অন্য সমস্ত আধিপত্যও কিছু করতে পারে না। তুমি তেমন ভক্তজনের কাছ থেকে টাকা বিয়োগ করলে, তাতে তার লাভ হয়; তার নিন্দা করলে, ঠিক তোমার নিন্দাজনক কথার ভিত্তিতেই সে ঈশ্বরের চোখে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে; তুমি তাকে ক্ষুধার্ত করলে, তার গৌরব ও পুরস্কার বৃদ্ধি পাবে; এমনকি তুমি তাকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিলে সে সাক্ষ্যমরণের জয়মালা বোনে! তাই যখন কোন কিছুই তাকে আঘাত করতে পারে না, যখন যারা বাহ্যিক দিক থেকে তার অপকার করে তারা তাদেরও চেয়ে কম উপযোগী নয় যারা তার উপকার করে, তখন তেমন জীবনের তুল্য কী থাকতে পারে? এজন্য লেখা আছে, *ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষে?*

তিনি যা কিছু বলে এলেন, তা যথেষ্ট মনে না করে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার সর্বোচ্চ প্রমাণ উপস্থাপন করেন, সেই যে প্রমাণ তিনি প্রায়ই উল্লেখ করে থাকেন, তথা পুত্রের মৃত্যু। তিনি বলেন, মানুষকে খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তির অনুরূপ করার জন্য ঈশ্বর তাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন ও গৌরবান্বিত করেছেন; আর শুধু তাই নয়, তিনি তোমার জন্য আপন পুত্রকেও রেহাই দেননি! এজন্যই তিনি বলে চলেন, *যিনি নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গে সমস্ত কিছুও আমাদের প্রদান করবেন না?* যিনি আমাদের জন্য তাঁর নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, তাঁকে বরং উৎসর্গ করলেন, তিনি কি করে আমাদের ত্যাগ করবেন? তিনি সকলেরই জন্য, নির্বোধ ও অকৃতজ্ঞদের জন্য, শত্রু ও নিন্দুকদের জন্যই তাঁকে উৎসর্গ করলেন। তাই *তিনি কি তাঁর সঙ্গে সমস্ত কিছুও আমাদের প্রদান করবেন না?* তিনি যখন আপন পুত্রকে আমাদের দান করলেন, এমনকি দান করলেন শুধু নয়, আমাদের জন্য মৃত্যুর হাতেই তাঁকে সঁপে দিলেন, তখন প্রভুকে পাবার পর আকাঙ্ক্ষা করার মত তোমার বাকি কীবা থাকতে পারে? তবে তুমি যখন প্রভুকে পেয়েছ, তখন কেন অন্য কিছু নিয়ে তোমার এত দুশ্চিন্তা?

শ্লোক যোহন ৬:৫৭; সিরা ১৫:৩ দ্রঃ

প্ জীবনময় পিতা আমাকে প্রেরণ করেছেন, আর আমি পিতারই জন্য জীবিত,

উ তাই যে আমাকে খায়, সে আমার জন্যই জীবিত থাকবে।

প্ প্রভু জীবন ও সুবুদ্ধির রুটিদানে তাকে পরিপুষ্ট করবেন:

উ তাই যে আমাকে খায়, সে আমার জন্যই জীবিত থাকবে।

বিকল্প (জোড় বর্ষ)

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'প্রেরিতদূতের বাণীর ব্যাখ্যা' উপদেশ ১৫৭:২-৩

পিতা পুত্রকে রেহাই দেননি

ভাইবোনেরা, নম্র ও কোমলপ্রাণ হও, সেই সমস্ত সরল পথে চল যা প্রভু আমাদের শিখিয়েছেন ও যেগুলো বিষয়ে সামসঙ্গীত বলে, *ন্যায়মার্গে বিনম্রদের চালনা করেন, বিনম্রদের শিখিয়ে দেন তাঁর আপন পথ।* যে ধৈর্য ছাড়া ভাবী জীবনের প্রত্যাশায় থাকা সম্ভব নয়, এজীবনের প্রতিকূলতার মাঝে প্রায় কেউই সেই ধৈর্য সবসময় রক্ষা করতে পারে না; সে-ই মাত্র পারে, যে নম্র ও কোমলপ্রাণ; সে-ই মাত্র পারে, যে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিরোধ করে না, কেননা ঈশ্বরের জোয়াল কোমল ও তাঁর বোঝা লঘুভার। যারা তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে, তাঁর উপরে প্রত্যাশা রাখে ও তাঁকে ভালবাসে, কেবল তারাই পারে।

তাই তোমরা নম্র ও কোমলপ্রাণ হলে তাঁর সান্ত্বনা ভালবাসবে, আর তা শুধু নয়, তিনি যত দুঃখকষ্ট তোমাদের কাছে পাঠাবেন, উত্তম সন্তানদের মত তোমরা সেই দুঃখকষ্টও সহ্য করবে, যাতে না দেখেও যা প্রত্যাশা করছ, ধৈর্যের সঙ্গে তা অপেক্ষা করতে পার। এভাবেই জীবনযাপন কর, এভাবেই চল। সেই খ্রীষ্টেই চল, যিনি নিজের বিষয়ে বলেছেন, *আমিই পথ।* কেবল তাঁর বাণী থেকেই তোমরা শিক্ষা নিয়ো না, তাঁর আদর্শ থেকেই শিক্ষা নাও, যাতে জানতে পার তাঁর মধ্যে কেমনভাবে চলা উচিত। কেননা পিতা তাঁর পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন; আর পুত্র তাতে অসম্মতি দেখাননি, তা প্রতিরোধও করেননি, বরং এ ব্যাপারে পিতার ইচ্ছা যতখানি গভীর ছিল, তাঁর ইচ্ছাও ততখানি গভীর ছিল, কেননা পিতা ও পুত্র একই ঐশস্বরূপের অধিকারী হওয়ায় তাঁদের ইচ্ছা এক। তথাপি পুত্র ঐশস্বরূপের অধিকারী হয়েও *ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না;* বরং অতুলনীয় বাধ্যতা দেখিয়ে নিজেকে রিক্ত করে দাসের স্বরূপ ধারণ করলেন। তিনি নিজেই তো *আমাদের ভালবেসেছেন এবং আমাদেরই জন্য ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।* এভাবে পিতা পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন যাতে স্বয়ং পুত্রও আমাদের সকলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন।

যাঁর দ্বারা সমস্তই সৃষ্ট হয়েছিল, সেই সর্বোত্তম তাঁর নিজের মানব আকৃতির জন্য মানুষের অপমানে এবং ভিড়ের অবজ্ঞা, অপবাদ, আঘাত, ও ক্রুশমৃত্যুর হাতে সমর্পিত হলেন: তাতে তিনি তাঁর নিজের যন্ত্রণাভোগের আদর্শ দ্বারা আমাদের শেখালেন, তাঁর পথে চলতে হলে আমাদের কেমন ধৈর্যে সজ্জিত হওয়া দরকার; এবং পুনরুত্থানের আদর্শ দ্বারা তিনি সেই বিষয়েই আমাদের দৃঢ়প্রত্যয়ী করলেন যা আমরা ধৈর্যের সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করে থাকব।

আমরা কিন্তু যা দেখতে পাই না, তারই প্রত্যাশা যখন করি, তখন নিষ্ঠার সঙ্গেই তার প্রতীক্ষায় থাকি। আমরা যা দেখতে পাই না, তার প্রত্যাশা করি; কেননা যিনি মাথা ও আমরা যাঁর দেহ, তাঁরই সেই সমস্ত প্রত্যাশিত বিষয়ের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তাঁর সম্বন্ধে এ কথাও বলা হয়েছে: *তিনি তো দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর মাথা, তিনি তো আদি, তিনি তো প্রথমজাত।* আর আমাদের সম্বন্ধে লেখা আছে: *তোমরা নিজেরাই খ্রীষ্টের দেহ ও এক একজন নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে তাঁর অঙ্গগুলো।* ফলত *আমরা যা দেখতে পাই না, তারই প্রত্যাশা যখন করি, তখন নিষ্ঠার সঙ্গেই তার প্রতীক্ষায় থাকি।* আমাদের নিশ্চয়তাও থাকবে, কারণ যিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন, তিনি আমাদের মাথা, এবং আমাদের প্রত্যাশা অবিচল রক্ষা করেন।

আর যেহেতু আমাদের মাথা যিনি, তিনি পুনরুত্থান করার আগে প্রহার মেনে নিয়েছেন, সেজন্যই আমাদের ধৈর্য দৃঢ়তর করে তুলেছেন; কেননা লেখা আছে: *প্রভু যাকে ভালবাসেন, তাকে শাসন করেন, সন্তান বলে যাকে গ্রহণ করেন, তাকে শাস্তি দেন।* এজন্যই আমরা পুনরুত্থানে আনন্দ ভোগ করার উদ্দেশ্যে এ বর্তমানকালের প্রহারের মধ্যে নিঃশেষ হই না। আর তিনি যে পুত্র বলে যাকে গ্রহণ করেন তাকে শাস্তি দেন, এ কথা এতই সত্য যে, আপন একমাত্র পুত্রকেও রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য সঁপে দিলেন। নিষ্পাপ হয়েও যিনি প্রহৃত হলেন, আমাদের পাপের জন্য মৃত্যু বরণ করলেন, ও আমাদের ধর্মময়তার উদ্দেশ্যে পুনরুত্থান করলেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে আমরা নিশ্চিত আছি, আমরাও প্রহরের আঘাতে নিঃশেষিত হব না; বরং আস্থা রাখি, তিনি

আমাদের ধর্মময় করে তুলে গ্রহণ করবেন।

শ্লোক ইসা ৫৩:৫; ১ পি ২:২৪-২৫

প্ৰ তিনি আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য বিদ্ধ হয়েছেন ; আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন ; আমাদের শান্তির পণ সেই শাস্তি তাঁর উপরে নেমে পড়ল।

উ তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।

প্ৰ তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশকাষ্ঠের উপরে তুলে বহন করলেন, আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি।

উ তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।